ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ'র করণীয়

إنما المؤمنون إخوة

নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই

আমিরুল মু'মিনিন আবু উমার আল-বাগদাদি

- تقبله الله -

আল-ফুরকান মিডিয়া কতৃক প্রকাশিত

দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র সম্মানিত আমীর শাইখুল মুজাহিদ
আবু উমার আল-বাগদাদি'র (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)
অডিও বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ

[মুহাররম-১৪৩০ হিজরী]
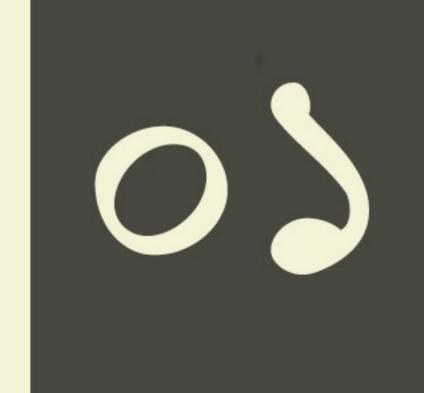
নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই-ভাই

দাওলাতুল ইরাক আল-ইসলামিয়্যাহ'র সম্মানিত আমীর শাইখুল মুজাহিদ
আবু উমার আল-বাগদাদি (আল্লাহ তাঁকে কবুল করুন)

بسم الله الرحمن الرحيم

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি বিশ্বজাহানের রব যিনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ: তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হল, যদিও তা তোমাদের নিকট অপ্রিয়। আর হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে অপছন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য উত্তম; এবং এও সম্ভব যে, তোমরা একটি জিনিস পছন্দ কর, অথচ তা তোমাদের জন্য মন্দ। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী আল্লাহর রাসূলের উপর, যিনি বলেছেন :

رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد

অর্থ: সকল বিষয়ের মূল হলো ইসলাম, এর স্তম্ভ হলো সালাত এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ। [ইবনু মাজাহ: ৩৯৭৩]

তিনি ﷺ আরো বলেছেন:

من مات ولم يغزُ ولم يُحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق

অর্থ: যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ কখনো জিহাদ করলো না বা জিহাদের কথা তার মনে কোন দিন উদিতও হলো না, সে যেন মুনাফিকের মৃত্যুবরণ করলো। [সহিহ মুসলিম : ৪৮২৫]

অতঃপর, বানর ও শুকরের বংশধর, তাগুতের গোলামরা গাজায় আমাদের পরিবারের লোকদের উপর বোমা বর্ষণ করছে। তারা নারী ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করছে এবং গাজাবাসীদের মাথার উপর তাদের ঘর-বাড়িকে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে! অতঃপর তারা তাদের অত্যাচার, সীমালঙ্ঘন ও বেপরোয়া কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করেই চলছে, এমনকি আল্লাহর ঘর মসজিদকেও তারা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। তারা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর চোখের সামনেই এসব করে যাচ্ছে এবং সকল গণমাধ্যমেও তা প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং হে মুসলিম উম্মাহ, আপনারা কী করছেন? আপনারা কি আল্লাহর এই বাণী পড়েননি? :

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

অর্থ: তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ কর না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের এই জনপদ থেকে বের করে নিয়ে যান, যার অধিবাসীরা অত্যাচারী।আর আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে কোন অভিভাবক নির্ধারণ করে দিন এবং আমাদের জন্য নিযুক্ত করে দিন আপনার পক্ষ থেকে কোন সাহায্যকারী। [সূরা নিসা -৭৫]

অপর আয়াতে তিনি বলেন:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থ: নিশ্চয় মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। [সূরা হুজুরাত: ১০]

তিনি আরো বলেন:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

অর্থ: মু'মিন নর ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু [সূরা তাওবাহ্ - ৭১]

'গাজায়' দূর্বল মুসলিমদের সাহায্য করা সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরজে আইন। আসমান জমিনের রব্ব আমাদের উপর এটা ফরজ করেছেন।নিশ্চয় তাদের পক্ষে যুদ্ধ না করা, তাদেরকে সাহায্য না করার এবং তাদেরকে জুলুম-নির্যাতন থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে অবহেলা করা মহাপাপ ও কবিরা গুনাহ। এটা এমন এক অপরাধ যার অপমান প্রত্যেক মুসলিমের কাঁধে আটকে থাকবে। তার

সুতরাং অস্ত্রই সমাধান, অস্ত্রই সমাধান! যুদ্ধই একমাত্র পথ! জেনে রাখুন, নিশ্চয়ই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হলো অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সর্বাত্মক লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া।নিশ্চয় শক্তিপ্রয়োগ করে যা ছিনিয়ে নেওয়া হয় তা কেবল শক্তিপ্রয়োগ করেই পুনরুদ্ধার করতে হয়।ভিন্ন পদ্ধতিতে তা কখনই সম্ভব নয়। সামরিক অভ্যুত্থান এবং শিরকী নির্বাচনের মধ্যমে যা নেওয়া হয় তা কেবল বন্দুক আর রাইফেলের নল গরম করে উদ্ধার করা যায়।প্রকৃত সত্যবাদীতা হল আল্লাহ তাআলার সাথে এবং নিজের সাথে সত্যবাদীতা।

হে মুসলমানগণ! আপনারা কি এ ধারণা করেন যে, একদিন মিশর, জর্ডান, সিরিয়া এবং জজিরাতুল আরবের শাসকরা দ্বীন, ভূমি এবং ইজ্জত রক্ষার জন্য ঘুরে দাঁড়াবে? কখনই না। উত্তর যখন এতটাই সহজ যে, মায়ের দুধে অপমান আর যন্ত্রণার তিক্ততা অনুভব করা প্রতিটি শিশুরই জানা, তাহলে আর কতকাল এমন নীরবতা পালন করা হবে?

হে মুসলিমগণ! গাজায় আপনাদের ভাইদের সাহায্য করা, তাদেরকে জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করা এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের থেকে পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করার জন্য আজ আপনারা প্রত্যেকেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে জ্বলে উঠুন। কেননা রাসূল ﷺ বলেছেন :

لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداً ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً

অর্থ: কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় (সিরিয়ার অন্তর্গত) সেনাবাহিনী আ'মাক অথবা দাবিক নহরের কাছে অবতীর্ণ হবে। তখন তাদের মুকাবিলায় মাদীনাহ্ হতে এ দুনিয়ার সর্বোত্তম মানুষের এক দল সৈন্য বের হবে।তারপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার পর রোমীয়গণ বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকেদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, যারা আমাদের লোকেদেরকে বন্দী করেছে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। তখন মুসলিমগণ বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কক্ষনো সম্পর্কচ্ছেদ করব না।পরিশেষে তাদের পরস্পর যুদ্ধ হবে।এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পলায়নপর হবে। আল্লাহ তা'আলা কক্ষনো তাদের তাওবাহ্ গ্রহণ করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে এবং তারা হবে আল্লাহর কাছে শহীদানের মাঝে সর্বোত্তম শাহীদ।আর সৈন্যদের অপর তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে।জীবনে আর কক্ষনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। [সহিহ মুসলিম :৭১৭০]

হ্যাঁ, এটাই প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিমের প্রকৃত গুণ, অপরিহার্য অবস্থা, ঈমানী বৈশিষ্ট্য।সে কখনো তাঁর ভাইকে পরিত্যাগ করবে না, কখনো শত্রুর নিকট তাকে অর্পণ করবে না, প্রয়োজনের সময় কখনো তাকে ছেড়ে চলে যাবে না। সুতরাং চিন্তা করুন, ময়দানে যুদ্ধ করার পর সেখান থেকে পলায়নকারীর তাওবা যদি আল্লাহ তাআলা কবুল না করেন, তাহলে যে যুদ্ধ করেনি তার কি পরিমাণ গুনাহ হবে? তার গুনাহের ব্যাপারে আপনারা কী ধারণা পোষণ করো? অথচ রাসূল ﷺ বলেছেন :

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً

অর্থ: তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক অথবা মাযলুম। (অর্থাৎ যালিম ভাইকে যুলুম থেকে বিরত রাখবে এবং মাযলুম ভাইকে যালিমের হাত হতে রক্ষা করবে।)
[সহিহ বুখারী: ২৪৪৩]

তিনি ﷺ আরো বলেছেন:
وقال عليه الصلاة والسلام: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه
অর্থ: এক মুসলিম অন্য মুসলিমের ভাই, না সে তার প্রতি জুলুম করবে, না তাকে অন্যের হাওলা করবে।
[সহিহ বুখারী: ৬৯৫১]

আর আমরা তো এমন এক উম্মত, যারা কতক কতকের জন্য সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়। যেমনটা রাসূল ⊠ আমাদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন :

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً

অর্থ: এক মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য একটি সুদৃঢ় প্রাসাদস্বরূপ, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। [সহিহ বুখারী: ২৪৪৬]

গাজা'র মুসলিমদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা

গাজা'র মুসলিমদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা নিজেদের করণীয় সম্পর্কে কয়কটি বিষয় উল্লেখ করছি, আশা করি সেগুলো ফলপ্রসূ হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথমত: বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ফিলিস্তিনের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর রাস্তায় এবং শহরে বিক্ষুব্ধ জনতার নেতৃত্ব দিবে, সীমান্তে ঝড় তুলবে এবং যে কোন ভাবেই হোক ফিলিস্তিনে আমাদের অনুসারীগণ এবং তাদের ভাইদের সাথে একত্রিত হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। কমপক্ষে ইহুদিবাদী শত্রুদেরকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে ছড়িয়ে থাকা সেনাবাহিনী এবং সীমান্তরক্ষীদের অস্ত্রসম্ভার দখল করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: প্রত্যেক ঐ মুসলিম, যে (মুসলিম নামধারী) এই তাগুত শাসকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছে, এবং প্রত্যেক ঐ অফিসার যে নিজের চোখে বিশ্বাসঘাতকতা দেখেছে এবং আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেছে, তারা অবশ্যই তাদের ইউনিট থেকে যতটা সম্ভব অস্ত্র পাচার করতে থাকবে। অথবা অস্ত্রাগারের অবস্থান এমন কাউকে দেখিয়ে দিবে, যে তা দখল করতে সক্ষম।অতঃপর এই অস্ত্র ফিলিস্তিনিদের নিকট পাচার করা হবে। গাজার আকাশে হেলিকপ্টারের দৃশ্য আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, অথচ এগুলো ধ্বংস করতে বড় কোন অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। যেমনিভাবে এই অস্ত্র ছোট-বড় সকল তাগুতকে হত্যা করতে ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনি ভাবে যারা গাজায় আমাদের জনগণের সাথে সংহতি প্রদর্শন বন্ধ করার চেষ্টা করছে তাদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার হতে পারে।
আর সকলেই যেন জেনে নেয় যে, ইহুদি এবং তাদের দোসরদের সাথে আমাদের এই যুদ্ধটা শুধুই গলা ফাটানো চিৎকার আর কিছু স্লোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।বরং এটা এমন এক যুদ্ধ যেখানে নদীর স্রোতের মতো রক্তধারা প্রবাহিত হয় এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পাথরের ন্যায় উড়তে থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদের থেকে লাঞ্ছনা দূর করবেন না যতক্ষণ না আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর রাস্তায় অতি সস্তায় বিক্রি না করবো এবং তাঁর জমিনে তাঁর বিধান বাস্তবায়ন না করবো।

তৃতীয়ত: সাধারণভাবে ফিলিস্তিনের জন্য এবং বিশেষ করে গাজায় আমাদের ভাইদের জন্য, যারা আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য এবং তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন, তাদের উপর সময়ের সবচেয়ে বড় ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কাজ হলো তাদের সকলকে এক পতাকার নিচে একত্রিত হতে হবে এবং মিথ্যে মায়ায় জড়ানো এই দুনিয়ার যেকোনো স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে। আর যদি আপনারা আজও একত্রিত না হন, তবে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আর কবে আপনারা একত্রিত হবেন? সুতরাং আল্লাহকে ভয় করুন।এবং তাঁর শত্রুদেরকে হত্যা করুন যেভাবে হত্যার আদেশ করেছেন তিনি। তিনি ﷻ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ

অর্থ: আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে এভাবে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা শিশাঢালা প্রাচীর।
[সূরা সাফ - আয়াতঃ ০৪]

চতুর্থত: ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে থাকা ফিলিস্তিনীদেরকে সাহায্য করা আবশ্যক। তারা ব্যতিত বর্তমানে (মুহাররম ১৪৩০ হিজরী)* মুসলিম বিশ্বের নিকট পরিচিত কোন জামাআত নেই বললেই চলে। তাদের মতো সামরিক দক্ষতা, উচ্চ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রযুক্তিগত উন্নত দেশ খুব কমই আছে।তাই তাদের উপর আবশ্যক হলো সর্বত্রে ইহুদি এবং আমেরিকানদের দফতরগুলো টার্গেট করা। আলহামদুলিল্লাহ তাদের দক্ষতা-অভিজ্ঞতা, সাহসীকতা কম নয়।নিজেদের পরিবারের লোকদের সাহায্য করার ক্ষেত্রে তারা অন্যদের থেকে অনেক বেশি আগ্রহী।

পঞ্চমত: ফিলিস্তিনি সংগঠনের গুদামে মজুতকৃত অস্ত্র শিবিরে অন্তহীন সামরিক কুচকাওয়াজের পরিবর্তে হানাদারদের মুখে বিদ্রোহ করার সময় কি এখনও আসেনি? তারা কোন্ দিনের জন্য অপেক্ষা করছে? এই তীব্রতার চেয়ে বড় কিছু আছে কি? নাকি সেটা জীবনের টুকরো টুকরো ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য, যে ক্ষতি তাদের দেশীয় তাগুত্ব শাসকরা তাদের উপর করে থাকে?

আমি মুসলমলিমদেরকে সতর্ক করছি, বিশেষ করে আহলে ইলমদেরকে সতর্ক করছি, তারা যেন জনগনের পবিত্র আবেগ-অনুভূতি, ক্ষোভ-জযবাকে কোন ধরনের উদ্দেশ্যহীন বিক্ষোভে নিঃশেষ না করে ফেলে, অথবা তাদের থেকে এমন কোন অনুদান যেন গ্রহণ না করা হয় যা তাদের ভাইদের নিকট পৌঁছাবে না। কেননা ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা আমাদের

* টিকাঃ (অর্থাৎ প্রায় ১৫ বছর পূর্বে দাওলাতুল ইরাক আল ইসলামিয়্যাহ'র সম্মানিত আমীর এই বক্তব্য প্রদান করেন)

কেননা ইহুদি এবং খ্রিস্টানরা আমাদের কাছ থেকে এটি চায় যে, তারা আমাদের হত্যা করবে অতঃপর তাদের এজেন্টদের বলবে তাদের আহতদের সংবর্ধনা জানিয়ে মৃতদের দাফন করে দাও।এজন্য তারা 'আস-সলিবুল আহমার' তথা 'রেডক্রস' প্রতিষ্ঠা করেছে।

আর আমরা গাজার জনগনকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমরা তাদেরকে ইহুদিদের সাথে আমাদের যুদ্ধের অগ্রভাগে রেখে পালিয়ে যাবো না।দখলদার আমেরিকার বিরুদ্ধে আমরা অচিরেই আমাদের অস্ত্র উত্তোলন করবো।ইরাক ও ফিলিস্তিনে বসবাসরত আমাদের ভাইদেরকে আমরা এ সুসংবাদ দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই বিজয় অতি নিকটে। কেননা আল্লাহ ﷻ বলেন:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

অর্থ: নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। [আল ইনশিরাহ: ৫ ও ৬]

আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তাওহীদের ঘোড়সওয়ার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ঝান্ডাবাহীদের হাতে ইহুদী ও তাদের দোসরদের পরাজয় অত্যাসন্ন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
আল্লাহ তাঁর কাজে পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।

আপনাদের ভাই

আবু উমার আল-বাগদাদী (তাকাব্বালাহুল্লাহ)

মুহাররম ১৪৩০ হিজরী